বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, আগৈলঝাড়া, বরিশাল।

সমবায় অধিদপ্তর

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপদেষ্টা

আফজাল হোসেন
উপজেলা সমবায় অফিসার
আগৈলঝাড়া, বরিশাল।

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ ফরহাদ হোসেন
সহকারী পরিদর্শক

মোঃ সুজন হোসেন
সহকারী পরিদর্শক

সংকলন

মোঃ জহিরুল ইসলাম
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর (অঃ দাঃ)

সার্বিক সহযোগীতায়ঃ

মোঃ মিজানুর রহমান
অফিস সহায়ক

প্রকাশনায়

উপজেলা সমবায় কার্যালয়
আগৈলঝাড়া, বরিশাল।
E-mail : ucoagailjhara৪@gmail.com
Website:
www.cooparative.agailjhara.barisal.gov.bd

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

সমবায় সংগীত

কাজী নজরুল ইসলাম

"ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত শিখে যা আয়রে আয়।
দুঃখ জয়ের নবীনমন্ত্র- 'সমবায়, সমবায়!'
ক্ষুধার জ্বালায় মরেছি সুধার কলস থাকিতে ঘরে!
দারিদ্র্য, ঋণ, অভাবে মরিয়াছি না চিনে পরস্পরে!
মিলিত হইনি তাই আমাদের দুর্গতি ঘরে ঘরে!
সেই দুর্গতি-দুর্গ ভাঙিব সমবেত পদঘায়।।
মিলি পরমাণু পর্বত হয় সিন্ধু বিন্দু মিলে,
মানুষ শুধুই মিলিবে না কি রে মিলনের এ নিখিলে?
জগতে ছড়ানো বিপুল শক্তি কুড়াইয়া তিলে তিলে
আমরা গড়িব নতুন পৃথিবী সমবেত মহিমায়।।
দুর্ভিক্ষের, শোষণের আর পেষণের যাঁতাকলে
এক হয় নাই বলিয়া আমরা মরিয়াছি পলে পলে।
সকল দেশের সকল মানুষ আজি সহস্র দলে
মিলিয়াছি তাই রবে না জগতে প্রবলের অন্যায়।।

নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও সমবায় বিভাগ, রাজশাহীর সার্বিক কার্যক্রম সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। যে কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সমবায় একটি পরীক্ষিত মাধ্যম। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজি একত্রিত করে বৃহৎ পুঁজি গঠন করা যায় এবং তার মাধ্যমে অর্থনীতির ভিত মজবুত করা যায়।

দেশের কর্মক্ষম বিশাল জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার জন্য সমবায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষি, মৎস্য, তাঁতি, পরিবহনসহ পেশাভিত্তিক সমবায় সমিতি দারিদ্র্য-বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অর্থনীতির প্রায় সকল খাতেই আজ সমবায়ভিত্তিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

প্রতিবেদনে সমবায় কার্যক্রমের পরিসংখ্যান হিসেবে রাজশাহী বিভাগাধীন সমবায় সমিতির সংখ্যা, সদস্য, মূলধন, ঋণ বিতরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সরকারি রাজস্ব আদায়, মুনাফা ও লভ্যাংশ বিতরণের পাশাপাশি সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায় দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও পদক্ষেপের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখতে অব্যাহতভাবে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সমবায় বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে এবং সক্রিয়ভাবে অবদান রেখে চলেছে। বিভিন্ন ভোগ্য ও ব্যবহার্য পণ্য উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে আয়-বৈষম্য দূরীকরণ ও অর্থনীতিকে শক্তিশালীকরণে দৃশ্যমান অবদান রাখছে সমবায়।

বার্ষিক প্রতিবেদনটি দেশের সমবায় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে আগ্রহী সকল মহলের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে বলে আমি মনে করি। প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ শরিফুল ইসলাম

মুখবন্ধ

সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল হতে মানুষ সমন্বিতভাবে একে অপরের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে সমবেতভাবে বসবাস করে আসছে এবং সমবায় চিন্তায় কাজ কর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। তাই বলা যায়, সমবায় চিন্তা মানুষের সহজাত। আধুনিক কালে এই সমবায় চিন্তা আরো শানিত ও কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করে মানব সভ্যতাকে আরো এগিয়ে নেয়াই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

বর্তমানে সমবায় বলতে আমরা বুঝি এর সদস্যদের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় একীভূত করে পূজি গঠন, লাভজনক বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসইভাবে দারিদ্র বিমোচন করা।

পদ্মা সেতু, পায়রা বন্দর, পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে বরিশাল অঞ্চলের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার পথে এবং সেই সাথে প্রকট হচ্ছে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য। এ বৈষম্য দূরীকরনে বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া অঞ্চলের দারিদ্র্য ও নিম্নবিত্ত মানুষদের তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও প্রচেষ্টা দিয়ে- সমবায়ের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। উৎপাদন, বিপনন ও সুষম বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলে আয় বৈষম্য দূরীকরণে ভুমিকা রেখে আঞ্চলিক ও জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করনেও দৃশ্যমান অবদান রাখতে পারে সমবায়।

প্রতিবেদনটিতে বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার সমবায় সমিতিগুলোর সংখ্যা, ব্যক্তি সদস্য, শেয়ার মূলধন, সঞ্চয় আমানত, বর্তমান অবস্থা ও সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত প্রশিক্ষণ বিষয়ে বিস্তারিত পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও এ অঞ্চলের সমবায় সমিতি সমূহ এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে যে অবদান রাখছে তার একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরতেই এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা।

সবমিলিয়ে বর্তমান সরকার ও সমবায় অধিদপ্তরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা বিশ্বাস করি সমবায়ী চিন্তা ও কার্যক্রমের মাধ্যমেই দেশ ২০৩০ এর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জন হবে এবং ২০৪১ এ উন্নত দেশে পরিনত হবে।

আফজাল হোসেন
উপজেলা সমবায় অফিসার
আগৈলঝাড়া, বরিশাল।

সূচিপত্র

		প্রারম্ভিকা	
অধ্যায় ১	১.১	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, আগৈলঝাড়া, বরিশাল।	
	১.১	রুপকল্প	
	১.২	অভিলক্ষ্য	
	১.৩	কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ	
	১.৪	কার্যাবলি	
	১.৫	উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের সাংগঠিনিক কাঠামো	
	১.৬	উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের লক্ষ্য ও দায়িত্ব	
অধ্যায় ২		সমবায় অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	
অধ্যায় ৩		সমবায় দিবস	
অধ্যায় ৪		সমবায় সমিতি সংক্রান্ত তথ্য	
অধ্যায় ৫		সমবায় অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ	
অধ্যায় ৬		আশ্রয়ন প্রকল্প	

সমবায়ে গড়েছি দেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ

প্রারম্ভিকা:

দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপি একটি পরীক্ষিত ও স্বীকৃত মাধ্যম হচ্ছে সমবায়। স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের জন্য সমবায় পদ্ধতিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল করতে গ্রাম সমবায় গড়ে তোলা হয়েছিল। সমবায়ের মাধ্যমে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। তাই সমবায়কে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সমবায়কে সম্পদের মালিকানার ২য় খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। বর্তমানে অর্থনীতির প্রায় সকল শাখায় সমবায় তার কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। কৃষির পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসা, পরবিহন, পর্যটন, কুটিরশিল্প, আবাসন, মৎস্য, সঞ্চয় অপদান, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, পানি ব্যবস্থাপনা, তাঁত শিল্প ইত্যাদি ৩৫ শ্রেণির বিভিন্ন খাতে সমবায় পদ্ধতির বিস্তার ঘটেছে।

সরকার ঘোষিত নির্বাচনী অঙ্গীকার "রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে সমবায় গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, বিশেষ করে আর্থিক ও সেবা খাতে নতুন কার্যক্রম গ্রহণ, বিদ্যমান কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ও বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তর বেশ কিছু মৌলিক লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখতে পারে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, দ্রব্য মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন, প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন বিশেষতঃ নারী উন্নয়নের মাধ্যমে সোনার বাংলা গড়ার ক্ষেত্রে সমবায় আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

বর্তমানে দেশে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৮২০৭১টি । ব্যাক্তি সদস্য সংখ্যা ১২৪৩০৮৫৮ জন। এ সকল সমবায় সমিতির বেশির ভাগই ক্ষুদ্র আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে ঋণ সুবিধা প্রদান করে দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অন্যদিকে কৃষিজাত শিল্পায়ন ও মৎস্যখাতের পাশাপাশি দুগ্ধখাতে সমবায়ের কার্যক্রম ক্রমেই বিস্তৃতি ঘটছে। দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সুফলভোগীদের সমন্বয়ে দেশজুড়ে গড়ে উঠেছে ১৪৫৮টি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিগুলো শক্তিশালীকরণে কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তর সহযোগী সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে আশ্রয়হীন ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে ভূমি ও বাসস্থান বরাদ্দ করে দেশের জনশক্তির মূলধারায় সংযুক্ত করার প্রয়াসে গড়ে উঠছে ৩০৬০টি আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি। উল্লেখ্য যে, এ প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অগ্রাধিকার প্রকল্পের অন্যতম। আশ্রয়ণ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অংগ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সমবায় অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এবং নিরাপদ আবাসন স্থাপনের লক্ষ্যে গড়ে উঠছে ২৩১টি গৃহায়ন সমবায় সমিতি। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গ্রামের সকল মানুষকে একত্রিত করে গ্রামের অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনাগুলোকে উন্মোচন করে স্থানীয় সম্পদ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। পরিবহণ খাতে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিগুলো। পরিবহণসেবা প্রদানসহ দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। টেকসই পরিবেশ গড়তে সমবায়ের মাধ্যমে সামাজিক বনায়নকে জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছে।

দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে সমবায়ীদের এবং সমবায় অধিদপ্তরের কর্মচারিবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার আলোকে নতুন নতুন সমবায় সমিতি নিবন্ধন, নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমূহের পরিচর্যা, সমবায় সমিতির হিসাব নিরীক্ষণ, সমবায় সমিতির নির্বাচন, বিরোধ নিষ্পত্তি ইত্যাদি।

সমবায়ের উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

সমবায়ের মূল চালিকাশক্তি এর সদস্য, সদস্যদের সার্বিক উন্নয়নকল্পে বর্তমান সরকার গ্রহণ করেছে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ব্যাপক কর্ম পরিকল্পনা। ইতোমধ্যে সমবায় সেক্টরের জন্য রাজস্ব বাজেট বৃদ্ধিকরণ, নতুন জনবল নিয়োগ, সকল পর্যায়ে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাপকহারে সমবায়ীদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (ক) 'মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা' শীর্ষক পাইলট প্রকল্প (খ)'দুগ্ধ ও মাংশ উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম বিস্তৃতকরন' শীর্ষক প্রকল্প (গ) দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক ও উপকরণ সহায়তা প্রদানের ফলে সমবায় সেক্টরে দারিদ্র্য বিমোচনসহ সমবায়ীদের জীবনমানের উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। এছাড়া মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে সরকার। সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা সমবায় সমিতি" গঠনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সময়ের চাহিদা পূরণে ও সমবায়ীদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০ সালে সরকার সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ সংশোধন করে সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ (সংশোধন-২০২০) জারি করেছে। সমবায়ীদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধন-২০০২ ও ২০১৩) এর অধিকতর সংশোধনের জন্য খসড়া আইন প্রণয়নের কাজ হাতে নিয়েছে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় খাতের ভূমিকা।

(১) কৃষি সমবায়

স্বাধীনতার পর এদেশের কৃষিখাত উন্নয়নে কৃষি সমবায় সমিতির অবদান উল্লেখযোগ্য। দারিদ্র পীড়িত, অশিক্ষিত এবং অনভিজ্ঞা কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে উন্নত বীজ, সার ও সেচ পদ্ধতি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমবায়ের অবদান অসামান্য। যার ফলশ্রুতিতে ৮০'র দশকের মাঝামাঝি এদেশে সবুজ বিপ্লব সূচিত হয়। কৃষি সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহ হচ্ছে- কৃষি/কৃষক সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি, ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় এসোসিয়েশন ও প্রাথমিক ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক। বাংলাদেশে বর্তমানে এ ধরনের মোট সমিতির সংখ্যা ৬৮.৮৭৬ টি। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ কর্তৃক এ সকল কৃষি সমবায় সমিতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি খাতের সমবায়ীদের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালে ইস্ট পাকিস্তান প্রভিনসিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পরে উক্ত ব্যাংকটিকে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. হিসেবে নামকরণ করা হয় এবং ইহা একটি জাতীয় সমবায় সমিতি। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক প্রধানতঃ কৃষি সমবায় সমিতির জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, সদস্যদের ও অসদস্য সকলের কাছ থেকে সকল প্রকার আমানত গ্রহণ এবং আমানতের উপর বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের সমপরিমাণ হারে সুদ প্রদান করে থাকে। সদস্যভুক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় আঁখচাষী সমবায় সমিতি, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক সমূহের মাধ্যমে এ ব্যাংকটির কৃষি ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৪৪৫, শেয়ার মূলধন ৭৫২.৭০ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৭৩৭.৮৪ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ৩০০৭৫.০৮ লক্ষ টাকা। সমিতিটি এ বছর ১৪.৯৮ লক্ষ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করেছে এবং সমিতির মোট সম্পদের পরিমাণ ১৯৮.৩৬ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. ঋন বিতরণ করেছে ৪০১২.৬৫ লক্ষ টাকা এবং ঋন আদায় করেছে ৩১৫২.১৫ লক্ষ টাকা।

(২) বাজারজাতকরণ সমবায়

কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় বিক্রয় ও সরবরাহ সমবায় সমিতি, প্রাথমিক ভোগ্যপন্য সমবায় সমিতি ইত্যাদি বাজারজাতকরণ সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশে বর্তমানে দেশে এ ধরনের মোট সমিতির সংখ্যা ৫৫৩টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ২৬,৩০৬ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৮১৬.৫৭ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৪২৮৯.৫২ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৪৬৯.১৩ লক্ষ টাকা এবং নীট লাভের পরিমাণ। ১৬৪.৬৮ লক্ষ টাকা।

বাংলাদেশ সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি লি. কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য প্রদান ও পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের মধ্য দিয়ে সদস্য সমিতিসমূহকে সমৃদ্ধশালী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি লি, তার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৪৭ টি শেয়ার মূলধন ৪৭.০৩ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৪৫ ৪২ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ০.৪০ লক্ষ টাকা ।

(৩) শিল্প সমবায়

কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক তাঁতী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সুতা পাকানো সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় হস্ত শিল্প সমবায় ফেডারেশন ও প্রাথমিক মৃৎ শিল্প সমবায় সমিতি ইত্যাদি শিল্প সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশে বর্তমানে দেশে এ প্রকারের মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ৮৮২টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,৭৭,০২৪ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৩৩৫.৬২ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১৭১৩.৭৩ লক্ষ টাকা। এছাড়াও ০৪(চার) টি জাতীয় সমবায় সমিতি (বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় শিল্প সমিতি লিমিটেড, বাংলাদেশ সমবায় শিল্প সংস্থা লিমিটেড, দি ইন্টার্ন কো- অপারেটিভ জুট সোসাইটি লিমিটেড, সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস্ লিমিটেড) এ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।

(ক) বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় শিল্প সমিতি লি. সমবায়ী তাঁতীদের জন্য বিদেশ থেকে সূতা, রং, রাসায়নিক দ্রব্য ও তাঁতের খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানীসহ তাঁতীদের ঋন প্রকল্প ও স্থানীয় মিলের সূতা বিতরন করা সহ বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৫৪ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় শিল্প সমিতি লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে সমতিরি সদস্য সংখ্যা ৫২ টি। সমিতির শেয়ার মূলধন ৪২.৮১ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ১৭১.৮৩ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ০.০৬ লক্ষ টাকা।

(খ) বাংলাদেশ সমবায় শিল্প সংস্থা লি. পাট চাষীদের পাটের ন্যায্যমূল্য প্রদানকল্পে একটি পূর্ণাঙ্গ পাটকল স্থাপন করার উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ সমবায় শিল্প সংস্থা লি. একটি জাতীয় সমবায় সমিতি হিসাবে ১৯৪৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর নিবন্ধিত হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩৩৬টি। সমিতির শেয়ার মূলধন ৪.৭৩ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ২৭৫.৮৩ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ২.৭৯ লক্ষ টাকা ।

(গ) দি ইস্টার্ন কো-অপারেটিভ জুট সোসাইটি লি. পাট উৎপাদনকারীদের অধিক পাট উৎপাদনের উৎসাহ প্রদান, পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উৎপাদনকারীদের ন্যায্যমূল্য প্রদান, পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি। প্রস্তুতকারী শ্রমিকদের জন্য সমবায় পাটকল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নি ইস্টার্ন কো- অপারেটিভ জুট মিলস্ লি.। পরবর্তীতে বিগত ১৭.০৫.০৬ খ্রি. তারিখে এর নাম আংশিক সংশোধনপূর্বক দি ইস্টার্ন কো-অপারেটিভ জুট সোসাইটি লি. নামে নামকরণ করা হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৮৭৫ টি। সমিতির শেয়ার মূলধন ২২.৫২ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ৫.৬ লক্ষ টাকা।

(ঘ) সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস্ লি. তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান আমলে কতিপয় তন্তুবায় বহুমুখী সমবায় সমিতি এবং কিছু ব্যক্তি সদস্যদের সমন্বয়ে তাঁতীদের প্রস্তুতকৃত কাপড় আধুনিক পদ্ধতিতে ডাইং ও ক্যালেন্ডার করার প্রয়াসে এক বা একাধিক ক্যালেন্ডারিং ফ্যাক্টরী করার জন্য ১৯৫১ সালের ১০ জুন তারিখে ইস্ট পাকিস্তানে কো-অপারেটিভ কটন স্পিনিং মিলস্ লি. নামে সমিতিটি নিবন্ধিত হয়। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭২ সালের ২৭ মার্চ উপ-আইন সংশোধনের মাধ্যমে সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস্ লি. নামে পুনরায় নামকরণ করা হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১,৩৬০টি, শেয়ার মূলধন ৪.১৩ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ৩৯.৪৭ লক্ষ টাকা।

(৪) মৎস্য সমবায়

দেশের পশ্চাদপদ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবিকার উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর জেলে সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করে থাকে। বর্তমানে দেশের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্য। প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ও বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি. এর অর্ন্তভুক্ত। বাংলাদেশে বর্তমানে কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমিতির সর্বমোট সংখ্যা ৯,৮২১টি (প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা ৯,৭৪৮টি, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সংখ্যা ৭৩টি), ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৩,৮৪,৯২৭ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ২৮৬১.৩৭ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৬৫১০,০১ লক্ষ ঢাকা এবং নীট লাভের পরিমাণ ৬৯৪.৩৬ লক্ষ টাকা। এছাড়াও বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি. নামে জাতীয় সমবায় সমিতি এ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড।

বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি. সমবায় আইনে নিবন্ধিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর এক বৃহত্তর অংশ মৎস্যজীবী। মাছ হচ্ছে দেশের আপামর জনসাধারণের প্রোটিন চাহিদা মিটানোর প্রধান উৎস এবং দেশের অর্থনীতিতে ইহার এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, মৎস্য ধরার সরঞ্জাম ক্রয় ও ন্যায্যমূল্যে সদস্যদের মাঝে বিতরণ, সদস্যদের কল্যাণে মৎস্য শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং জলমহল ইজারা গ্রহণ করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৬৪ সালের ১২ মার্চ দেশের মৎস্যজীবী সমবায়সমূহের শীর্ষ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি. প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৯১টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, শেয়ার মূলধন ১৩.৬৬ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ২০৫.৮৬ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ৪৪.১৭ লক্ষ টাকা। মোট সম্পদের পরিমাণ ৭৭২.০২ লক্ষ টাকা।

(৫) মহিলা সমবায়

নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মহিলাদের অগ্রগতি, উন্নয়ন এবং তাদের সকল স্বার্থরক্ষার জন্য গঠিত হয়েছে মহিলা সমবায় সমিতি। জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি, প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় মহিলা সমবায় সমিতি, প্রাথমিক মহিলা সমবায় সমিতি এবং প্রাথমিক বিআরডিবিভুক্ত মহিলা সমবায় সমিতিসমূহ এর অন্তর্ভূক্ত। বাংলাদেশে বর্তমানে সর্বমোট ২৭,৫৯১টি মহিলা সমবায় সমিতি রয়েছে, ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৯,৯৭,৪৬৭ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ২৯৯.২২ কোটি টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ২৬২.৩৬ কোটি টাকা, নীট লাভের পরিমাণ ২৪২ ৭৭ লক্ষ টাকা এবং কার্যকরি মূলধনের পরিমাণ ৮৪৭.৮১ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি লি. নারী সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সদস্যভুক্ত মহিলা সমবায় সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন প্রকার হস্তজাত পণ্য উৎপাদন, সেলাই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সমবায়

সমিতি। লি, ১৯৭৭ সালের মে মাসে নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩৯টি কেন্দ্রীয় মহিলা সমিতি, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ হচ্ছে ০.০১ লক্ষ টাকা এবং সক্ষ টাকা। মোট সম্পদের পরিমাণ ২.১৭ লক্ষ টাকা।

(৬) পরিবহন সমবায়

পরিবহন খাতের সাথে সম্পৃক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি সমূহ হচ্ছে কেন্দ্রীয় ট্রাক চালক সমবায় সমিতি ও কেন্দ্রীয় মেক্সি চালক সমবায় সমিতি। প্রাথমিক সমবায় সমিতি যেমন প্রাথমিক অটোরিক্সা, অটোটেম্পো, টেক্সিক্যাব, মটর, ট্রাক ও ট্যাংকলরী চালক সমবায় সমিতি এবং প্রাথমিক মটর মালিক ও শ্রমিক সমবায় সমিতি ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশে বর্তমানে এ শ্রেণির প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সর্বমোট সমিতির সংখ্যা ১৩৭১টি, ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,০৯, ৮৯৮ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১৫৪.৩৬ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৭৬২ ৬৯ লক্ষ টাকা এবং কার্যকরি মূলধনের পরিমাণ ১৬২.৩৫ কোটি টাকা। ।

(৭) গৃহায়ন সমবায়

ঢাকাসহ বড় বড় শহরের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে আবাসিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিক গৃহনির্মাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে সারা দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গৃহ নির্মাণ সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে। প্রাথমিক গৃহ নির্মাণ সমবায় সমিতি এবং প্রাথমিক ফ্ল্যাট/এপার্টমেন্ট মালিক সমবায় সমিতি এর অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশে বর্তমানে এ শ্রেণির সমিতির সংখ্যা ২৩১টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৪৪,০১৯ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৫৬.৩০ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৭২০৮.৮২ লক্ষ টাকা এবং কার্যকরি মূলধনের পরিমাণ ১৮০৩৩ ১৮ লক্ষ টাকা। ।

(৮) দুগ্ধ সমবায়

দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি ক্ষুদ্র, প্রান্তিক এবং হতদরিদ্র কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অবিস্মরণীয় অবদান রাখছে। প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতি এবং বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি. ব্রান্ড নাম মিল্কভিটা নামে একটি জাতীয় সমিতি এ খাতের নেতৃত্ব প্রদান করছে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতির সংখ্যা ২,৩২৯টি, ব্যক্তি সদস্য ১,১৯,৫৬৫ জন, শেয়ার মূলধন ৮৮১,৮৮ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানত ১০৮০ ৪৮ লক্ষ টাকা এবং নীট লাভের পরিমাণ ২৪৬.৭৪ লক্ষ টাকা এবং কার্যকরি মূলধনের পরিমাণ ১২৬৮০,৮৪ লক্ষ টাকা।

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার 'সমবায় দুক্ষ প্রকল্প' নামে একটি শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করে। উক্ত প্রকল্পে ১৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করেন যা দিয়ে দেশের পাঁচটি দুগ্ধ এলাকায় কারখানা স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে এই প্রকল্পের নাম 'বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড' নামে নামকরণ করা হয়। উল্লেখ্য এই সমিতি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের ব্র্যান্ড নাম 'মিল্কভিটা'। বাংলাদেশ মুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড গ্রামীণ সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন, সংগ্রহ, দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপননের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সরাসরি অবদান রেখে চলেছে। মিল্কভিটা তরল দুধের পাশাপাশি গুড়া দুধ, ঘি, মাখন, আইসক্রীম, মিষ্টি দই, টকদই, ক্রিম, চকোলেট, লাবাং, মাঠা, রসগোল্লা, সন্দেশ ইত্যাদি। উৎপাদন ও বিপণন করছে। বর্তমানে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড এর সদস্য সংখ্যা ৮৯টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে মিল্কভিটা প্রায় ৩.৭৮ কোটি লিটার দুগ্ধ সংগ্রহ করেছে। ফলে সমবায়ী দুগ্ধ খামারীগণ আর্থিকভাবে উপকৃত হয়েছে।

(৯) বীমা সমবায়

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লি. এবং বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স সোসাইটি লি. নামে দুটি জাতীয় সমবায় সমিতি এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত।

ক) বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লি.- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আশির দশকের মাঝামাঝি সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে বীমা ব্যবস্থা পরিচালনা করার অনুমতি প্রদান করার পরিপ্রেক্ষিতে সমবায়ীদের সৃজনশীল চিন্তাভাবনা প্রসূত নিরলস প্রচেষ্টায় সমন্বিত কার্যকর সহযোগিতার ভিত্তিতে ১৯৮৪ সালের ১০ ডিসেম্বর

(তারিখে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লি. প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫০১ টি, শেয়ার মূলধন ৯৮.৪৭ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ১৪.৯৫ লক্ষ টাকা ।

ঘ) বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স সোসাইটি লি. সমবায় সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে 'বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স' নামে এ সমিতিটি নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ৬০৫ টি, শেয়ার মূলধন ৮.৫৬ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ৪.৩১ লক্ষ টাকা ।।

(১০) সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায়

প্রাথমিক সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি, প্রাথমিক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন এবং প্রাথমিক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সমবায় সমিতি ইত্যাদি সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশে বর্তমানে এ ধরনের সমিতির সংখ্যা ১০,৫৮৪টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১৭,২৮,৬৫৫ জন, শেয়ার মূলধন ১৭২৯.০৮ কোটি টাকা, সঞ্চয় আমানত ৪৫৩৮.২৫ কোটি টাকা এবং কার্যকরি মূলধনের পরিমান ৬৯২১.৫৮ কোটি টাকা। এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে নি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লি. (কালব) নামে একটি কেন্দ্রীয় সমিতি। কালব এর সদস্য সংখ্যা ১২৭১টি প্রাথমিক সমিতি, শেয়ার মূলধন ২৫.২৪ কোটি টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১০৮২.১৬ কোটি টাকা এবং কার্যকরি মূলধনের পরিমাণ ১১৫০.০২ কোটি টাকা।

(১১) আশ্রয়ণ সমবায়

আশ্রয়ণ প্রকল্প একটি দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীভূক্ত কর্মসূচি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ। হাসিনা ১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজারে ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত উপকূলীয় অঞ্চল পরিদর্শনে যান এবং ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারগুলোকে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পর্যায়ে আশ্রয়ণ। প্রকল্প (১৯৯৭-২০০২) মেয়াদে ৩০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১৫টি প্রকল্প গ্রামের মাধ্যমে ৪৭২১০টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে (২০০২-২০১০) মেয়াদে আশ্রয়ন (ফেইজ-২) প্রকল্প নামে ৬০৮.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৩৪টি, প্রকল্প গ্রামের মাধ্যমে প্রায় ৫৮৭০০টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। এ পর্যন্ত (০৩) টি ফেইজে মোট ৩,১৯,১৪০টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয় তন্মধ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ২,১৩,২২৭টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়েছে। ১৯৯৭ সাল থেকে এ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের প্রায় ২৫টি সংস্থা জড়িত। সারা দেশে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ৩০৬০টি আশ্রণে সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়েছে যার সদস্য সংখ্যা ২,১৫,৬১৫ জন, শেয়ার মূলধন ২৫৫.২৩ লক্ষ টাকা, সক্ষয় আমানত ৭২৮.৮২ লক্ষ টাকা এবং কার্যকরি মূলধনের পরিমাণ ৬৬৩৬.৪৯ লক্ষ টাকা।।

সমবায় অধিদপ্তর আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ (ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। সমবায় অধিদপ্তর উপজেলা বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কর্তৃক নির্বাচিত ও পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের সমন্বয়ে সমবায় সমিতি গঠন ও নিবন্ধন করে যাতে তারা সমবায়ের ভিত্তিতে নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করতে পারে। মাঠ পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে পুনর্বাসিতদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও আদায় করা হয়ে থাকে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের তত্ত্বাবধানে উপজেলা সমবায় অফিসার পুনর্বাসিতদেরকে নিয়ে ৩ দিনের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম পরিচালনা করেন এবং স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন। আশ্রয়ণ সমবায় সমিতির পরিবার প্রতি ২০ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে উক্ত ঋণ ৩০ হাজার টাকায় উন্নীত করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ৫০ হাজার পুনর্বাসিত পরিবারের অনুকূলে ঋণ বিতরণের জন্য ৫০ কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে। অন আদায় ও ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রমগুলোকে ঋণ আদায়ের মাসিক অগ্রগতি, ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম সংক্রান্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন, মনিটরিং প্রতিবেদন (ত্রৈমাসিক), অডিট অগ্রগতি প্রতিবেদন, অভিযোগ সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয়ে সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ হতে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

(১২) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি

পানি সম্পদকে পরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণ, ব্যবহার ও ক্ষেত্র বিশেষে এর ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন উপ-প্রকল্প এলাকায় পানি সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মাণ করা হয়েছে ভৌত অবকাঠামো। এই অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এলাকার সকল শ্রেণির জনগণের প্রতিনিধিত্বে গঠিত হয়েছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)। ভূ-উপরিস্থিত পানি সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে থাকে। এডিবি, ইফাদ ও নেদারল্যান্ডস সরকার এতে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। সমবায় অধিদপ্তর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিসমূহের বিধিবদ্ধ কার্যাবলি নিয়মিত তদারকি করে থাকে। জুন ২৩ পর্যন্ত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৪৫৮টি, ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৪,৪৬,০৪৫ জন, শেয়ার মূলধন ১৭৬৩.৩৩ লক্ষ টাকা, সঞ্চয়া আমানত ৪৭৩৩.৬৫ লক্ষ টাকা এবং কার্যকরি মূলধন ৮৬০০.০৯ লক্ষ টাকা।

১ম অধ্যায়

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, আগৈলঝাড়া, বরিশাল।

১. রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১: রূপকল্প

টেকসই সমবায়, টেকসই উন্নয়ন

১.২ অভিলক্ষ্য

সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবা খাতে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা।

১.৩: কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১.৩.১: কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. উৎপাদন, আর্থিক ও সেবাখাতে টেকসই সমবায় গঠন

২. দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমবায়ের মানোন্নয়ন

৩. মানসম্পন্ন ও নিরাপদ সমবায় পণ্য উৎপাদন ও প্রসার।

৪. দরিদ্র ও অনগ্রসর মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের অধিকার অর্জনে কার্যক্রম গ্রহণ।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন

২. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন

৩. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

৪. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন

১.৪: কার্যাবলি

১. সমবায় নীতিতে উদ্বুদ্ধকরণ ও নিবন্ধন প্রদান।

২. সমবায় নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও তদারকির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

৩. সমবায় সদস্যবৃন্দকে প্রায়োগিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মূলধন সৃষ্টি ও আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করা।

৪. সমবায় নেটওয়ার্কিং জোরদার করার লক্ষ্যে সমবায় মূল্যবোধের প্রচার, প্রকাশনা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজনকরা।

৫. পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধন সৃষ্টি এবং সমবায়ভিত্তিক ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।
৬. সমবায় ভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।
৭. সমবায় পণ্য ব্রান্ডিং ও বাজার সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা।

১.৫ উপজেলা সমবায় কার্যালয়, আগৈলঝাড়া, বরিশাল এর সাংগঠনিক কাঠামোঃ

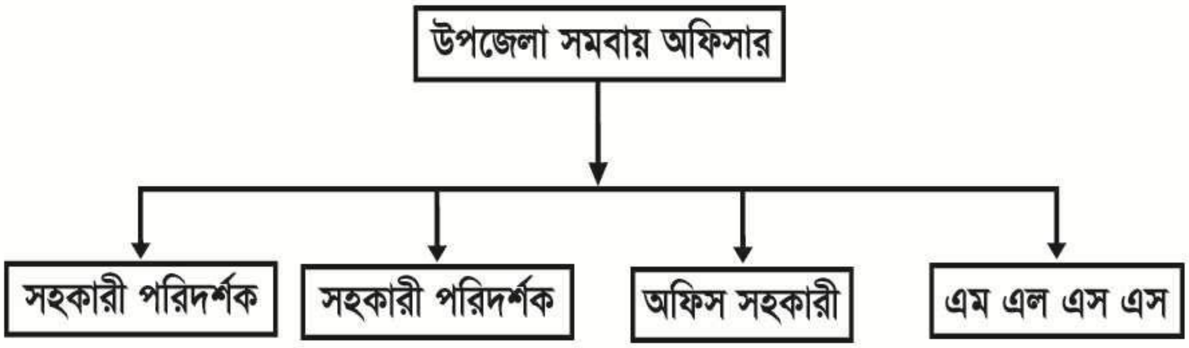

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
০১	আফজাল হোসেন	উপজেলা সমবায় অফিসার	০১৯১৯৪৪৩৩৪৭
০২	মোঃ ফরহাদ হোসেন	সহকারী পরিদর্শক	০১৭৯৩২৭৯৯৯০
০৩	মোঃ সৃজন হোসেন	সহকারী পরিদর্শক	০১৬১৩২১০৩৪৭
০৪	মোঃ জহিরুল ইসলাম	অফিস সহকারী কাম কম্পিঃ অপাঃ (অঃদাঃ)	০১৮১১০০৫৮৫৮
০৫	মোঃ মিজানুর রহমান রহমান	অফিস সহায়ক	০১৭১৫৯৬১৮৯৭

১.৬ লক্ষ্য এবং দায়িত্ব

১. সমবায় আন্দোলনের প্রশাসনিক এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন করা।
২. নীতিমালার আলোকে প্রণীত সমবায় সমিতি আইন এবং বিধিমালার ব্যবহারিক প্রয়োগ তত্ত্বাবধান করা।
৩. সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য সরকার এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ বা প্রস্তাবনা প্রদান করা।
৪. সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারি এবং সমবায় সমিতির সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, বেতনভুক্ত কর্মচারিদেরকে বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমবায় নীতিমালা ও এর প্রায়োগিক বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
৫. সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সাপেক্ষে, মূলধন গঠন বিনিয়োগ, সঠিক ব্যবস্থাপনা, তহবিলের যথাযথ ব্যবহার করতঃ সমিতির স্বাভাবিক এবং আইনগত কার্যক্রম ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পরিচালনার জন্য সমবায় সমিতি সংগঠন, নিবন্ধন এবং অডিট করা।

৬. যুগের চাহিদা মোতাবেক সমিতি পরিচালনার সুবিধার্থে সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা সংশোধনের জন্য পরামর্শ প্রদান করা এবং নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তরের উপর অর্পিত বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালন এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করা।

৭. সমবায় সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে জরিপ, গবেষণা এবং কেস স্টাডি পরিচালনা করে ফলাফল এবং প্রতিবেদন প্রকাশ করা এবং সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করা।

৮. সমবায়ের প্রচার, প্রকাশনা ও সম্প্রসারণমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করা

২. সমবায় প্রশিক্ষণ

সমবায় অধিদপ্তরের মুখ্য কাজ হচ্ছে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও তৃণমূল জনগণকে সংগঠিত করে উন্নয়নের মূলস্রোতে নিয়ে আসা। বিগত সময়ে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী কুমিল্লা ও এর অধিভূক্ত ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে সমবায়ীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে আয়বর্ধনমূলক (IGA) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে বিগত অর্থ বছরে আগৈলঝাড়া উপজেলা হতে ০৬ জন প্রশিক্ষনার্থী কে প্রেরন করে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, কাশিপুর বরিশালে আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রদানের স্থিরচিত্র।

এছাড়াও সিভিডিপি প্রকল্পে ৬০ জন সুবিধাভোগীকে বিভিন্ন ট্রেডে আয়বর্ধনমূলক (IGA) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সিভিডিপি প্রকল্পে আয়বর্ধনমূলক (IGA) প্রশিক্ষণ এর স্থির চিত্র।

ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ:

সমবায় সমিতির কার্যক্রমে আইনানুগ নিয়ন্ত্রণ ও সমবায়ীদের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে গতিবৃদ্ধির জন্য সমবায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউটের পাশাপাশি প্রতিটি জেলা সমবায় দপ্তরে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট রয়েছে। উক্ত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক চাহিদানুযায়ী তৃণমূল পর্যায়ে সমবায় ব্যবস্থাপনা, হাঁস-মুরগী রানী পশু-পালন, বৃক্ষরোপন, স্যানিটেশন প্রভৃতি আয়বর্ধক ও আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক বিষয়সহ জাতীয় কর্মসূচীর আওতাভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক আগৈলঝাড়া উপজেলায় ১ টি ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র।

৩. সমবায় দিবস

আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস : জুলাই মাসের ১ম শনিবার

জাতীয় সমবায় দিবস : নভেম্বর মাসের ১ম শনিবার

জাতীয় সমবায় দিবস পালনের স্থিরচিত্র।

৪. সমবায় সমিতি সংক্রান্ত তথ্য

৪.১ সমিতির স্তরবিন্যাস: দেশের মোট সমবায় সমিতিসমূহ ৩টি স্তরে বিভক্ত-

ক. প্রাথমিক সমবায় সমিতি

খ, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি

গ. জাতীয় সমবায় সমিতি

অপরদিকে সমিতি গঠনের উদ্যোগ, অর্থায়ন ও সেবা প্রদানের দৃষ্টিকোণ থেকে সমবায় সমিতিসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়-
ক. সাধারণ সমবায় সমিতি

খ. বিআরডিবি সমর্থনপুষ্ট সমবায় সমিতি।

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, আগৈলঝাড়া, বরিশাল এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে গঠিত সমবায় সমিতির পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে ও বিভিন্ন শ্রেণির সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়ে থাকে। প্রতি বছরেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমিতি গঠিত হয়।

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, আগৈলঝাড়া, বরিশাল এর বিভাগীয় শ্রেনী ভিত্তিক প্রাথমিক সমবায় সমিতির তালিকাঃ

ক্রঃ নং	সমিতির শ্রেনী	শ্রেনী ভিত্তিক মোট সমিতির সংখ্যা
০১	কৃষি ও কৃষক সমবায় সমিতি	১৫
০২	মৎসজীবী/মৎস্যচাষী সমবায় সমিতি	২০
০৩	শ্রমিক ও শ্রমিক কল্যাণ সমবায় সমিতি	৪
০৪	বিত্তহীন সমবায় সমিতি	১
০৫	মহিলা সমবায় সমিতি	১
০৬	অটোরিক্সা, অটোটেম্পো, টেক্সিক্যাব,	৩
০৭	দুগ্ধ সমবায় সমিতি	৫
০৮	মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি	২
০৯	দোকান মালিক/ব্যবসায়ী/মার্কেট সমবায় সমিতি	১০
১০	সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি	৫৮
১১	কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সমবায় সমিতি	৫
১২	বহুমুখী সমবায় সমিতি	৩৩
১৩	উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি	৮
১৪	বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি	১
১৫	অন্যান্য প্রাথমিক সমবায় সমিতি	০
১৬	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন	৬০
১৭	দুগ্ধ সমবায় সমিতি	১০
১৮	আশ্রায়ণ-২	৪
১৯	প্রাথমিক ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি	৫
২০	প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি	৭

	কালবভুক্তঃ	
২১	প্রাথমিক সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি	২
	উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের জীবন যাত্রার মান প্রকল্প	
২২	প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি	২
	মোট-	২৫৬

পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (পউবো)

ক্রঃ নং	সমিতির শ্রেনী	সংখ্যা
০১	কেন্দ্রীয় সাধারন	০ টি
০২	কেন্দ্রীয় বি আর ডি বি	
	উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় এসোসিয়েশন	০১
	কেন্দ্রীয় বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ	০০
	কেন্দ্রীয় মোটঃ	**০১ টি**
	প্রাথমিকঃ বিআরডিবি	
১	কৃষক সঃ সঃ	৪৬ টি
২	মহিলা সঃ সঃ	৫৯টি
৩	বৃত্তহীন পুরুষ (পজীব) সঃ সঃ	০৯ টি
৪	বৃত্তহীন মহিলা (পজীব) সঃ সঃ	৫৩ টি
	মোটঃ	**১৬৭ টি**

বর্তমানে আগৈলঝাড়া উপজেলায় ২৫৬ টি বিভাগীয় প্রাথমিক সমবায় সমিতি রয়েছে। মোট সদস্য সংখ্যা ১২,২১৩ জন। মোট নিজস্ব মূলধন ৪,৯৪,৮৯,০০০ টাকা, মোট সঞ্চয় আমানত ১,৪৮৪,২৯,০০০ টাকা, মোট কর্যাকরী মূলধন ২৬৮৪৭১০০০ টাকা। সমবায় সমিতিগুলো তাদের নিজস্ব মূলধন হতে সদস্যদের মাধ্যে ক্রমপুঞ্জিভূত ৩৬,৫০,৩২,০০০ টাকা ঋন বিতরণ করেছেন।

প্রচার ও প্রকাশনা কার্যক্রম

সমবায় অধিদপ্তর কতৃক প্রকাশিত সমবায় পত্রিকা ও সাময়িকী , মাসিক সমবায়, কো-অপারেশন, নিউজ লেটার , বার্ষিক প্রতিবেদন, পরিসংখ্যান, বুকলেট পোস্টার ইত্যাদি অত্র দপ্তরের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের মধ্যে পৌছে দেয়া হয়। এছাড়াও উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের সকল কর্যক্রম দপ্তরে ওয়েব পোর্টালে আপলোডের মাধ্যমে সকলকে অবহিত করা হয়।

৫. উপজেলা সমবায় কার্যালয়, আগৈলঝাড়া, বরিশাল এর উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ:

১. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কর্তৃক পরিচালিত সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায় প্রকল্প

এই প্রকল্পের আওতায় আগৈলঝাড়া উপজেলায় মোট ৬০ টি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায় প্রকল্প এর আওতায় আগৈলঝাড়া উপজেলা হতে মোট ৯০ জন সমবায়ীকে টিটিসি, খুলনা, বাপার্ড, গোপালগঞ্জ এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কোটবাড়ী, কুমিল্লায়, ২ মাস ব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন/আয়বর্ধন মুলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কোর্সের স্থির চিত্র।

উন্নতজাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

গঠিত সমিতির সংখ্যা: ০২ টি

১. বাকাল নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

২. রাজিহার নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

সমিতি ২ টিতে মোট ২৩০ জন সুবিধাভোগী নারী সদস্য রয়েছে। এদের মধ্যে আবর্তক তহবিল হতে মোট ২,৪০,০০,০০০ /- (দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ) টাকা ঋন প্রদান করা হয়েছে। যা দিয়ে সুবিধাভোগী নারীগন গাভী পালনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে স্বাবলম্বী হয়েছে।

উন্নতজাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প এর স্থিরচিত্র।

দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরনের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর বরিশাল ও খুলনা জেরার দারিদ্র্য হ্রাস করন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকর্প , সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

গঠিত সমিতির সংখ্যা: ০৫ টি

১. গৈলা ইউনিয়ন প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ

২. বাকাল ইউনিয়ন প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ

৩. রাজিহার ইউনিয়ন প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ

৪. বাগধা ইউনিয়ন প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ

৫. রত্নপুর ইউনিয়ন প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ

সমিতি ৫ টিতে মোট ৩৭৯ জন সুবিধাভোগী নারী সদস্য রয়েছে। এদের মধ্যে আবর্তক তহবিল হতে মোট ৪,১৫,৫০,০০০ /- (চার কোটি পনের লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋন প্রদান করা হয়েছে। যা দিয়ে সুবিধাভোগী নারীগন গাভী পালনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে স্বাবলম্বী হয়েছে।

৬. আশ্রয়ন প্রকল্পঃ

আশ্রয়ণ প্রকল্প একটি দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্ঠনীভূক্ত কর্মসূচি। ২০১৩ সালে আশ্রয়ন প্রকল্প-২' নামক একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। ২০২৩ সনে আগৈলঝাড়া উপজেলায় আশ্রয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় ৪ টি আম্রআশ্রয়ন সমবায় সমিতি হঠিত হয়।

-ধন্যবাদ-